عِلاَجُ الذُّنُوْبِ فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে গুনাহ্'র চিকিৎসা

সম্পাদনায়:

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

প্রকাশনায়:

المركز التعاوني دعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

عِلَاجُ الذُّنُوْبِ

গুনাহ্'র চিকিৎসা:

যারা গুনাহ্ নামের কঠিন রোগে ভুগছেন। যারা গুনাহ্'র সাগরে লাগাতার হাবুডুবু খাচ্ছেন। যারা সর্বদা যে কোন বিপদাপদে নিমজ্জিত রয়েছেন। যারা চিন্তা ও বিষণ্ণতায় কাহিল হয়ে পড়েছেন। যারা বিপদে পড়ে এ সুপ্রশস্ত দুনিয়াকেও অতি সঙ্কীর্ণ মনে করছেন। যারা চিন্তার বোঝা সইতে না পেরে দীর্ঘ উর্ধ্ব শ্বাস ছাড়ছেন। যারা দীর্ঘ দিন থেকে সত্যিকারের শান্তি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছুতেই তা হাতের নাগালে পাচ্ছেন না। যারা রিযিকের ভয়াবহ সঙ্কটে নিমজ্জিত। যারা টাকা-পয়সার অভাবে নিজের ছেলে-সন্তানকে নিয়ে পেট ভরে দৈনিক দু' বেলা খাবারও খেতে পারছেন না। যারা দীর্ঘ দিন থেকে ছেলে-সন্তানের বাবা হওয়ার এক অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন নিজের অন্তরের গহিনে পোষণ করে চলছেন। যাদের একটার পর আরেকটা রোগ মাসকে মাস, বছরকে বছর লেগেই রয়েছে। তাদের সকলের জন্য রয়েছে একটি অত্যাশ্চর্য মহৌষধ। আর তা হলো একমাত্র ইস্তিগ্ফার।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: নূহ ﷺ নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۝١١ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ﴾

অর্থাৎ তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর

প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে। তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করবেন উদ্যানসমূহ এবং প্রবাহিত করবেন প্রচুর নদী-নালা। (নূহ : ১০-১২)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ বুসুর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

طُوْبَى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيْراً

অর্থাৎ ওব্যক্তির জন্য মহা সুসংবাদ যিনি নিজ আমলনামায় প্রচুর পরিমাণ ইস্তিগ্ফার দেখতে পেয়েছেন। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮১৮)

ইস্তিগ্ফারের বিশুদ্ধ শব্দসমূহ যা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত:

১. أَسْتَغْفِرُ اللهَ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

২. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

৩. رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী একান্ত দয়ালু। (আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৮ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৩৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮১৪)

৪. أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ অর্থাৎ আমি সে সত্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব চিরসংরক্ষক। আর আমি তাঁর নিকট

তাওবা করছি। (আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৯ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৭)

৫. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ أَسْـتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُـوْبُ إِلَيْـهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। উপরন্তু তাঁর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি ও তাওবা করছি। (মুসলিম, হাদীস ১১১৬)

৬. رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطَايَايَ وَعَمْدِيْ وَجَهْلِيْ وَهَزْلِيْ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِيْ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আপনি আমার সমূহ গুনাহ্, মূর্খতা ও সকল ব্যাপারে হঠকারিতা এবং আপনি যা আমার চেয়েও ভালো জানেন তা সবকিছুই আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমার সকল ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত, মূর্খতা ও রসিকতামূলক সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন। এর সবই তো আমি করেছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন। আপনিই তো একমাত্র যে কাউকে আগিয়ে এবং পিছিয়ে দেন। আপনিই তো একমাত্র সবকিছু করতে সক্ষম। (বুখারী, হাদীস ৬৩৯৮)

৭. সায়্যিদুল ইস্তিগ্‌ফার। যা সব চাইতে উত্তম। যার শব্দগুলো নিম্নরূপ:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আপনি

আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দাহ্। আমি আপনাকে দেয়া ওয়াদা ও অঙ্গীকার সাধ্যমত রক্ষা করে যাচ্ছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার দেয়া নিয়ামতের স্বীকৃতি ও অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত পাপ মোচনকারী আর কেউ নেই। (বুখারী, হাদীস ৬৩০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৭২ তিরমিযী, হাদীস ৩৩৯৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৭২)

উপরোক্ত শব্দগুলো সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত। এগুলোর অর্থ বহন করে এমন সব শব্দ দিয়েও ইস্তিগ্ফার করা যেতে পারে। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রমাণিত শব্দগুলো দিয়েই ইস্তিগ্ফার করা অতি উত্তম।

যে সকল সময় ইস্তিগ্ফার করা মুস্তাহাবঃ

১. যে কোন ইবাদত শেষ করে। কারণ, মানুষ বলতেই তো তার ইবাদতে যে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। যেভাবে ইবাদত করা উচিৎ তার শতভাগ আদায় হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

অর্থাৎ অতঃপর তোমরা সে দিক দিয়ে রওয়ানা করো যে দিক দিয়ে রওয়ানা করেছে অন্যান্য লোকেরা। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু। (বাক্বারাহ্ : ১৯৯)

২. সাহ্‌রীর সময় ইস্তিগ্‌ফার। আল্লাহ্‌ তা'আলা সে সকল বান্দাহ্‌'র প্রশংসা করেছেন যাঁরা সাহ্‌রীর সময় আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্‌ফার করেন।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾

অর্থাৎ যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দানশীল ও রাতের শেষে (আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট) ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (আলি-'ইমরান : ১৭)

৩. কোন মজলিসের শেষে।

আবু হুরাইরাহ্‌ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ جَلَسَ فِيْ مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

অর্থাৎ কেউ কোন মজলিসে বসে অযথা বেশি কথা বলে ফেললে যদি সে উক্ত মজলিস থেকে দাঁড়ানোর পূর্বে বলে: ...سُبْحَانَكَ যার অর্থ: হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর সত্য কোন মা'বূদ নেই। উপরন্তু আমি আপনার নিকট একান্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করছি। তা হলে উক্ত মজলিসে তার পক্ষ থেকে অযথা যা কিছু হয়েছে তা তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (আহ্‌মাদ, হাদীস ১০৪২০ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৩৩)

৪. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর।

নবী ﷺ একদা জনৈক মৃত সাহাবীকে দাফন করার পর তাঁর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বললেন:

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

অর্থাৎ তোমরা নিজ সাথি ভাইয়ের জন্য দো'আ করো এবং তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রশ্নোত্তরে স্থীরতা ও অবিচলতা কামনা করো। কারণ, তাকে এখনই প্রশ্ন করা হচ্ছে। (আবু দাউদ, হাদীস ৩২২৩)

ইস্তিগ্ফারের ফায়েদা ও ফলাফল:

১. আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন।
২. রিযিক বৃদ্ধির একটি বিশেষ মাধ্যম।
৩. জান্নাতে যাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম।
৪. গুনাহ্ মাফের একটি বিশেষ মাধ্যম।
৫. মৃত্যুর পর মর্যাদা বৃদ্ধির একটি বিশেষ মাধ্যম।
৬. আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি ও আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম।
৭. নিজ অন্তরকে পাক ও পবিত্র করার একটি বিশেষ মাধ্যম।
৮. সন্তান পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম।
৯. শক্তি ও সুস্থতা ভোগ করার একটি বিশেষ মাধ্যম।
আরো অনেক কিছু।

ইস্তিগ্ফার সম্পর্কে সাল্ফে সালিহীনদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণী:

আম্মাজান আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

طُوْبَى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيْراً

অর্থাৎ ওব্যক্তির জন্য মহা সুসংবাদ যিনি নিজ আমলনামায় প্রচুর পরিমাণ ইস্তিগ্ফার দেখতে পেয়েছেন। (বায়হাক্বী/শু'আবুল-ঈমান ৬৪৬ হান্নাদ/যুহ্দ ৯২১)

লুক্বমান ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি একদা নিজ ছেলেকে বলেন:

يَا بُنَيَّ! إِنَّ لِلّٰهِ سَاعَاتٍ لاَ يُرُدُّ فِيْهَا سَائِلاً ، فَأَكْثِرْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ

অর্থাৎ হে আমার আদরের ছেলে! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার এমন কিছু সময় রয়েছে যখন তিনি কোন আবেদনকারীর আবেদন ফেরত দেন না। অতএব তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বেশি বেশি ইস্তিগ্ফার করবে। (বায়হাক্বী/শু'আবুল-ঈমান ১১২০)

আবু মূসা আশ্'আরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ لَنَا أَمَانَانِ مِنَ الْعَذَابِ ، ذَهَبَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ كَوْنُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْنَا ، وَبَقِيَ الْإِسْتِغْفَارُ مَعَنَا ، فَإِنْ ذَهَبَ هَلَكْنَا

অর্থাৎ একদা আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার দু'টি মাধ্যম ছিলো। যার একটি চলে গিয়েছে। তিনি ছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর দ্বিতীয়টি এখনো আমাদের নিকট উপস্থিত রয়েছে। যা চলে গেলে আমরা একদা নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবো। (আহ্মাদ, হাদীস ১৯৫২৪)

একদা হাসান বাস্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন:

أَكْثِرُوْا مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ، وَعَلَى مَوَائِدِكُمْ ، وَفِيْ طُرُقِكُمْ ، وَفِيْ أَسْوَاقِكُمْ، وَفِيْ مَجَالِسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ مَتَى تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةُ

অর্থাৎ তোমরা বেশি বেশি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্‌ফার করো। ঘরে-দুয়ারে, খাওয়ার সময়, রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মজলিসে তথা সর্ব জায়গায়। কারণ, তোমরা জানো না কখন আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষমা নেমে আসবে। (বায়হাক্বী/শু'আবুল-ঈমান ৬৪৭)

ক্বাতাদাহ্‌ (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَدُلُّكُمْ عَلَى دَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ ، فَأَمَّا دَاؤُكُمْ فَالذُّنُوْبُ ، وَأَمَّا دَوَاؤُكُمْ فَالْإِسْتِغْفَارُ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ কুর'আন তোমাদের রোগ ও চিকিৎসা বলে দেয়। তোমাদের রোগ হচ্ছে গুনাহ্‌। আর চিকিৎসা হচ্ছে ইস্তিগ্‌ফার। (বায়হাক্বী/শু'আবুল-ঈমান ৭১৪৬)

ইস্তিগ্‌ফার সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা:

প্রথম ঘটনা: ঘটনাটি মূলতঃ কুয়েত রেডিওর কুর'আন প্রচার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়েছে। ঘটনার ভোক্তভোগী ভদ্র মহিলা উম্মু ইউসুফ বলেন: পাঁচ বা দশ বছর যাবৎ আমার পেটে কোন সন্তান জন্মই নিচ্ছিলো না। ইতিমধ্যে আমি দেশ বিদেশের অনেক বড় বড় ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছি। কুয়েত, ইউরোপ তথা আরো অন্যান্য জায়গায় আমি চিকিৎসার জন্য গিয়েছি। অথচ সময় পার হতে থাকলো। আর এ দিকে

আমার পেটে কোন সন্তানই জন্ম নেয়নি। একদা আমি এক ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠানে গিয়ে জনৈক বিজ্ঞ আলোচকের মুখে ইস্তিগ্ফারের অনেকগুলো ফযীলত শুনতে পাই। উম্মু ইউসুফ বলেনঃ যখন আমি ইস্তিগ্ফারের সঠিক ধারণা পেয়েছি তখন থেকেই আর আমি কখনোই ইস্তিগ্ফার করতে ভুলিনি। এ দিকে ছয় মাস যেতে না যেতেই আমি একদা সত্যিই গর্ভবতী হয়ে পড়ি। আর পেটের সে সন্তানের নামই হচ্ছে এ ইউসুফ। যার নামে আমি আজ উম্মু ইউসুফ তথা ইউসুফের আম্মা।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ জনৈকা মহিলা বলেনঃ একদা আমার স্বামী মারা যায়। তখন আমার বয়স ছিলো ত্রিশ বছর। ঘরে ছিলো তখন আমার পাঁচটা ছেলে-মেয়ে। এ স্বাদের দুনিয়াটুকুও তখন আমার চোখের সামনে অন্ধকার মনে হচ্ছিলো। এমনভাবে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম যে, কখনো কখনো আমি নিজ চক্ষুদ্বয় হারানোরই ভয় পাচ্ছিলাম। আমি ধীরে ধীরে আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত থেকে নিরাশ হয়ে যাচ্ছিলাম। চিন্তা আমাকে চতুর্দিক থেকে গ্রাস করলো। কারণ, আমার ছেলে-মেয়ে ছোট। এ দিকে আমার কোন কামাই-রোযগার নেই। আমি তখন খুব সতর্কভাবেই আমার স্বামীর রেখে যাওয়া সামান্য সম্পদটুকু খুব হিসেব করেই খরচ করছিলাম। একদা আমি আমার রুমেই বসা ছিলাম। রেডিওতে তখনো কুর'আন প্রচার কেন্দ্রের প্রোগ্রাম চলছিলো। শুনতে পাচ্ছি জনৈক শাইখ ইস্তিগ্ফারের ফযীলত ও ফায়েদা বলছিলেন। এরপর থেকেই আমি বেশি বেশি ইস্তিগ্ফার করছিলাম এবং আমার ছেলে মেয়েদেরকেও বেশি বেশি ইস্তিগ্ফার করতে আদেশ করতাম। এভাবে ছয় মাস যেতে না যেতেই একদা আমাদের পুরাতন কিছু জমিনের উপর একটি বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তখন আমরা এর বিপরীতে কয়েক মিলিয়ন রিয়াল এমনিতেই পেয়ে যাই। এ দিকে আমার প্রথম ছেলে

আমাদের পুরো এলাকার স্কুলগুলোর মধ্যে হয়ে যাওয়া পরীক্ষায় প্রথম নির্বাচিত হয় এবং ইতিমধ্যে সে কুর'আন মাজীদও পুরোটাই হিফ্য করে নেয়। তখন তার উপর মুসলিম দরদী জনগণের সুদৃষ্টি নিপতিত হয়। আর তখন আমাদের ঘরটি কল্যাণে ভরে যায়। আমরা অতি সুন্দরভাবে জীবনযাপন শুরু করি। এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা আমার সকল ছেলে-মেয়েকে সঠিক পথে পরিচালিত করছেন। তাই এখন আর আমার কোন চিন্তাই নেই। আল্হাম্দুলিল্লাহ্।

তৃতীয় ঘটনা: জনৈক স্বামী বলেন: আমি যখনই আমার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করি, ঝগড়া করি কিংবা আমার ও তার মাঝে কখনো কোন সমস্যা হয়ে যায় তখন আমি তার উপর রাগ করে দ্রুত ঘর থেকে বের হতে চেষ্টা করি। আল্লাহ্'র কসম! যখনই আমি এ মানসিকতা নিয়ে ঘরের দরোজা অতিক্রম করতে যাই তখন আমার ভেতর ঘরে ফেরার এক কঠিন আবেগ সৃষ্টি হয়। মনে চায় তখন ঘরে ফিরে নিজ স্ত্রীর নিকট কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাই। তাকে দু' কথা বলে দ্রুত সন্তুষ্ট করি। একদা আমি ব্যাপারটি আমার স্ত্রীকে জানালে সে বলে: এমন ভাব তোমার মধ্যে কেন জন্ম নেয় তা কি তুমি বলতে পারো? আমি বললাম: তা কেন তুমিই বলো। সে বললো: যখন তুমি রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে যাও তখন আমি ইস্তিগ্ফার পড়া শুরু করি যতক্ষণনা তুমি ঘরে ফেরো।

চতুর্থ ঘটনা: জনৈক ব্যক্তি বলেন: একদা এক বিচারে আমার উপর ফায়সালা হলো যে, আমাকে এক বছরের বেশি সময় জেলে থাকতে হবে। তখন আমি ইস্তিগ্ফারের ফযীলতের কথা স্মরণ করে অনেক বেশি বেশি ইস্তিগ্ফার করতে লাগলাম। লাগাতার দু' মাস জেলে থাকার পর আমাকে ডেকে বলা হলো, তোমার জেল খাটা শেষ হয়ে গেলো। তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। লোকটি

বলেন: জেল থেকে বের হওয়ার পর এক দরদী ধনাঢ্য ব্যক্তি আমাকে ডেকে বললো: আমি জানতে পেরেছি তোমাকে জেল দেয়া হয়েছে ; অথচ তোমার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাই তুমি এ ত্রিশ হাজার রিয়াল নিয়ে তোমার প্রয়োজন শেষ করে নাও। কিছু দিন সে আবারো আমাকে ডেকে বললো: আরো ত্রিশ হাজার রিয়াল নাও। তোমার প্রয়োজন সারো। সর্বদা ইস্তিগ্ফারের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার সহযোগিতার জন্য লোকটিকে ঠিক করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা সত্য:

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ! لاَ أَبْرَحُ أُغْوِيْ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِيْ أَجْسَادِهِمْ ، فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : وَعِزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ لاَ أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِيْ

অর্থাৎ শয়তান একদা আল্লাহ্ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করে বললো: আপনার ইয্যতের কসম খেয়ে বলছি হে আমার প্রভু! আমি আপনার বান্দাহ্দেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করবো যতক্ষণ তাদের শরীরে রূহ্ থাকে। প্রতি উত্তরে পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: আমার ইয্যত ও মহত্বের কসম খেয়ে বলছি: আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো যতক্ষণনা তারা আমার নিকট ক্ষমা চায়। (হা'কিম ৪/২৬১)

আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ আছেন যিনি গুনাহ্গারদেরকে এমন দয়াময় ওয়াদা দিবেন। তিনি ছাড়া আর কে আছেন যিনি অপরাধী বান্দাহ্দের উপর এমন দয়া করবেন।

এ ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস:

আবু যর গিফারী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا عِبَادِيْ! إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلاَ تَظَالَمُوْا ، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِيْ اَهْدِكُمْ ، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ ، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ ، يَا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ ، يَا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ ، يَا عِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا ، يَا عِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا ، يَا عِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِيْ! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ

অর্থাৎ হে আমার বান্দাহ্‌রা! আমি স্বয়ং নিজের উপরই যুলুম হারাম করে দিয়েছি। তেমনিভাবে তোমাদের উপরও তা হারাম করে দিলাম। সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাহ্‌রা! তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট শুধু সেই সঠিক পথ পাবে যাকে আমি সঠিক পথ দেখাবো। অতএব তোমরা আমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান কামনা করো তাহলে আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেবো। হে আমার বান্দাহ্‌রা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। শুধু সেই আহারকারী যাকে আমি আহার দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকট আহার চাও। আমি তোমাদেরকে আহার দেবো। হে আমার বান্দাহ্‌রা! তোমরা সবাই বিবস্ত্র। শুধু সেই আবৃত যাকে আমি আবরণ দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকট আবরণ চাও। আমি তোমাদেরকে আবরণ দেবো। হে আমার বান্দাহ্‌রা! তোমরা সবাই রাতদিন গুনাহ্‌ করছো। আর আমিই হলাম সকল গুনাহ্‌ ক্ষমাকারী। অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। হে আমার বান্দাহ্‌রা! তোমরা কস্মিনকালেও আমার কোন ক্ষতি বা লাভ করতে পারবে না। হে আমার বান্দাহ্‌রা! যদি তোমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি এমনকি সকল মানুষ ও জিন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌ভীরু ও মুত্তাকি হয়ে যায় তাতে আমার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এতটুকুও বাড়বে না। হে আমার বান্দাহ্‌রা! যদি তোমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি এমনকি সকল মানুষ ও জিন একজন সর্বনিকৃষ্ট ফাসিক ও অবাধ্য হয়ে যায় তাতেও আমার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এতটুকুও কমবে না। হে আমার বান্দাহ্‌রা! যদি তোমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি এমনকি সকল মানুষ ও জিন এক জায়গায় অবস্থান করে যার যা চাওয়ার দরকার আমার কাছে তা চায় এবং আমিও প্রতিটি মানুষের

চাওয়া পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেই তাতে আমার ভাণ্ডার থেকে এতটুকুই কমবে যা কমে সাগরে একটি সুঁই ফেলে তা উঠিয়ে নেয়ার পর। হে আমার বান্দাহ্‌রা! তোমাদের আমলগুলো আমি হিসেব করে রাখছি যা আমি তোমাদেরকে সময়মতো পরিপূর্ণভাবে প্রতিদানরূপে দিয়ে দেবো। তখন যে নিজের কল্যাণ দেখতে পায় সে যেন একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই প্রশংসা করে। আর যে অকল্যাণ দেখতে পায় তখন সে যেন নিজকেই নিজে দোষে। অন্য কাউকে নয়। (মুস্‌লিম, হাদীস ২৫৭৭)

সায়্যিদুল-ইস্তিগ্‌ফারঃ

তাই আমরা সবাই যেন সর্বদা সায়্যিদুল-ইস্তিগ্‌ফার পড়ার চেষ্টা করি।

শাদ্দাদ্‌ বিন্‌ আউস্‌ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُوْلَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অর্থঃ সায়্যিদুল-ইস্তিগ্‌ফার হলো তুমি বলবেঃ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ... যার অর্থঃ হে আল্লাহ্‌! আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি

আপনার বান্দাহ্। আমি আপনাকে দেয়া ওয়াদা ও অঙ্গীকার সাধ্যমত রক্ষা করে যাচ্ছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার দেয়া নিয়ামতের স্বীকৃতি ও অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত পাপ মোচনকারী আর কেউ নেই। নবী ﷺ বলেন: কেউ যদি উক্ত দো'আটি মনের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সকাল বেলা পাঠ করে সন্ধ্যার আগেই মারা যায় তাহলে সে জান্নাতী। তেমনিভাবে কেউ যদি মনের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উক্ত দো'আটি রাত্রি বেলায় পড়ে সকল হতে না হতেই মারা যায় তাহলে সেও জান্নাতী। **(বুখারী, হাদীস ৬৩০৬, ৬৩২৩)**

মূলতঃ ইস্তিগ্ফারের ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যজনক। অতএব এতকিছু শুনা ও জানার পরও কি আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্ফার করবো না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে সর্বদা তাঁর নিকট ইস্তিগ্ফার করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত